ঢাকা পদাতিকের আলাল দুলালের পালা

বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটারভিত্তিক নাট্যচর্চার অন্যতম অংশীদার ঢাকা পদাতিক। নিয়মিত নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতায় তারা মঞ্চ দর্শকদের উপহার দিয়েছে অনেক সাহসী ও সুন্দর প্রযোজনা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হলো 'ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাঁচাল', 'ইংগিত', 'এই দেশে এই বেশে', 'বিষাদ সিন্ধু', 'তালপাতার সেপাই', 'ইন্সপেক্টর জেনারেল', 'একটি যুদ্ধ' ইত্যাদি। ঢাকা পদাতিক তাদের ২৭তম প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চে এনেছে 'আলাল দুলারের পালা'। গত ১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় গাইড হাউস মিলনায়তনে নাটকের চতুর্থ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এসএম সোলায়মান নির্দেশিত এ নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন বিলকিস নাহার স্মৃতি, মানিক চন্দ্র শীল, সাবরিনা লিজা, হৃদয় চৌধুরী, আরজুমান আরা পুষ্প, মঞ্জুরুল ইসলাম নান্টু, আহসান হাবীব পলাশ, বিজন কান্তি ধর, রোখশানা পারভীন মনি, ফিরোজ হোসাইন, সামসুদ্দিন সবুজ, সঞ্জিত রায় শম্ভু, সাব্বির হোসেন মার্শাল, সাবের আহমেদ শুভ প্রমুখ। মঞ্চ, আলো ও কারিগরি নির্দেশনায় আমিনুর রহমান আজম। পোশাক পরিকল্পনায় অশোক কর্মকার। 'আলাল দুলালের পালা' নাটকটি রচিত হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে। এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের আদি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অসংখ্য উপাদান, যার সঙ্গে আমাদের জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক নিহিত। এর আদি রসে সমৃদ্ধ হয়ে আছে আমাদের লোকজ সংস্কৃতি। নাটকে দেখা যায় মোনাফর দেওয়ান, তার স্ত্রী এবং দুই সন্তানের সংসার। ছোট দুই সন্তান আলাল ও দুলালকে রেখে দেওয়ানের স্ত্রী মারা যায়, দেওয়ান আবার বিয়ে করে। সৎমা দুই ছেলেকে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু জল্লাদের দয়ায় তারা বেঁচে যায়। পরে এক চাষীর বাড়িতে তারা আশ্রয় পায়। বড় ভাই আলাল এক সময় সেখান থেকে পালিয়ে যায়। দুলাল থেকে যায় এবং এক সময় চাষীর মেয়ে মদীনাকে বিয়ে করে। আলাল বড় হয়ে নিজেদের দেওয়ানী পুনরুদ্ধার করে। এর পর আলাল ছোট ভাই দুলালকে খুঁজতে যায় এবং পেয়ে যায়। সে অবাক হয় যখন দেখে তার ছোট ভাই চাষী কন্যাকে বিয়ে করেছে। বড় ভাইয়ের নির্দেশে দুলাল এতদিনের সংসার, সুখের স্মৃতি, সন্তানের মায়া ত্যাগ করে আলালের সঙ্গে ফিরে যায় এবং সেকেন্দার দেওয়ানের মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এক সময় তাকে ফিরে আসতে হয় স্ত্রী-সন্তানের কাছে কিন্তু ততক্ষণে স্ত্রী মদীনা মারা গেছে। নাটকের প্রায় প্রতিটি শিল্পীই স্ব স্ব ভূমিকায় চরিত্রের দাবি অনুযায়ী অভিনয় করেছেন। মদীনা চরিত্রে বিলকিস নাহার স্মৃতির অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। আলোক প্রক্ষেপণে সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে। তবে সব মিলিয়ে 'আলাল দুলালের পালা'কে একটি সুন্দর প্রযোজনা বলা যেতে পারে।

ইমদাদুল্লাহ রানা